

বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরুর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.) গত ২৩শে অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমু'আর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও ঘটনা বর্ণনা করেন।

তাশাহুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সহজ-সরল ও সাদাসিধে জীবনের বর্ণনা শুরু করেছিলাম। তাঁর সাদামাটা জীবনযাপনের একটি রূপ এমনও ছিল যে, কখনো কখনো তিনি নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিজেই বাজারে গিয়ে কিনে আনতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে বাজারে যাই। তিনি একজন কাপড় ব্যবসায়ীর কাছে বসেন এবং চার দিরহাম দিয়ে একটি টিলেঢালা পায়জামা ক্রয় করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবু বকর (রা.) আমার ঘরে আসেন। তখন আনসারের দুটি ছোটো মেয়ে আমার কাছে এসে কিছু কাব্যিক গান গাইছিল। তারা পেশাদার গায়িকা ছিল না, বরং তারা ছিল আমার সহপাঠী বা বান্ধবী। হযরত আবু বকর (রা.) গানের শব্দ শুনে বলেন, মহানবী (সা.)-এর ঘরে তোমরা শয়তানের বাঁশি (অর্থাৎ গান-বাজনা) নিয়ে বসেছ? সেদিন ঈদের দিন ছিল। মহানবী (সা.) একথা শুনে বলেন, হে আবু বকর! প্রতিটি জাতিরই ঈদের আনন্দ থাকে আর আজ আমাদের ঈদ। তাই ওদের গাইতে দাও, বাধা দিয়ো না। হযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পরিবেশটি ছিল একদম সাদামাটা ও অনানুষ্ঠানিক, সেখানে কোনো শিরকের কথা হচ্ছিল না; তাই তিনি (সা.) তাদের গাওয়ার অনুমতি প্রদান করেছিলেন।

এরপর হযূর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) যখন শিশুদের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন তাদের সালাম দিতেন, স্নেহের সাথে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। কেউ যদি তাঁর সাথে বসতো বা কোনো প্রয়োজনে কথা বলতো, তাহলে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সেই ব্যক্তির উঠে না যাওয়া পর্যন্ত মন দিয়ে তার কথা শুনতেন এবং বসে থাকতেন। এই সারল্য ও ধৈর্য আগন্তুককে এতটা আত্মবিশ্বাস ও সাহস যোগাতো যে, সে নিঃসংকোচে তার মনের কথা তাঁর কাছে খুলে বলতে পারতো।

হযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমাদের জামা'তের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদেরও এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা উচিত।

হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) বলেন, আমি আমার পিতা হযরত আলী (রা.)-র কাছে মহানবী (সা.)-এর মজলিস বা বৈঠকের চিত্র সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বলেন, তিনি (সা.) ওঠা-বসা সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতেন। কোনো দলের বৈঠকে গেলে তিনি (সা.) অকৃত্রিমভাবে তাদের মাঝেই বসে যেতেন। তিনি বৈঠকের প্রত্যেক সঙ্গীকে পূর্ণ সম্মান দিতেন। কেউ কখনো একথা মনে করার সুযোগ পেতো না যে, অন্য কেউ তাঁর কাছে বেশি সম্মানিত। তাঁর বদান্যতা ও উত্তম চরিত্র সবার জন্য সমান ছিল এবং তিনি সবার কাছে একজন দয়ালু পিতার মতো ছিলেন।

মহানবী (সা.) এতটা সাধারণ জীবনযাপন করতেন যে, তাঁকে অন্যদের চেয়ে পৃথক করাই কঠিন হয়ে যেত। হিজরতের সময় মদীনার বাইরে ‘কুবা’ নামক স্থানে তিনি (সা.) যখন একটি গাছের নিচে বসেছিলেন, মদীনার অধিকাংশ মানুষ যেহেতু তাঁর পবিত্র চেহারা চিনতেন না, তাই লোকেরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে মহানবী (সা.) মনে করে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে তাঁর দিকে মুখ করে বসছিল। হযরত আবু বকর (রা.) এটি দেখে সাথে সাথে নিজের চাদর তুলে সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনার গায়ে রোদ লাগছে, আমি আপনাকে ছায়া দিচ্ছি। এ কথা শুনে লোকেরা মহানবী (সা.)-কে চিনতে পারেন এবং তাঁকে সালাম প্রদান করেন।

মহানবী (সা.)-এর জীবনে কোনো কৃত্রিমতা বা ভাবগাম্ভীর্যের আড়ম্বর ছিল না, ছিল অফুরন্ত সরলতা। তিনি তাঁর সাহাবীদেরকেও এই উপদেশ দিতেন, তারাও যেন সাদাসিধে জীবনযাপন করেন, যাতে তাদের আত্মিক সংশোধন হতে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধের দিন একটি উটে পালাক্রমে তিনজন করে চড়তেন। হযরত আবু লুবাবাহ (রা.) এবং হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে একই উটে আরোহণ করতেন। যখন মহানবী (সা.)-এর পায়ে হাঁটার পালা আসে, তখন তাঁরা দুজন নিবেদন করেন, “হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমরা আপনার পরিবর্তে পায়ে হেঁটে যাচ্ছি (আপনি উটেই বসে থাকুন)।” তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমরা দু’জন আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও আর আমিও পুণ্য লাভের ক্ষেত্রে তোমাদের চেয়ে উদাসীন নই। তাই যে নিয়ম ঠিক হয়েছে, সে অনুসারেই আমল হবে।

হযরত আমর বিন হারেস (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাঁর মৃত্যুর সময় কোনো দিনার, দিরহাম এবং দাস-দাসী রেখে যাননি- কেবল তাঁর সাদা খচ্চরটি ছাড়া যা তিনি বাহন হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং তাঁর ব্যবহারের অঙ্গশস্ত্র এবং এক খণ্ড জমি রেখে যান, যা তিনি মুসাফিরদের জন্য ওয়াক্ফ করে গিয়েছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত থেকে এটি যেমন প্রমাণিত যে, তিনি খুব ভালো এবং সুস্বাদু খাবারও খেয়েছেন, তেমনি এটিও প্রমাণিত যে, তিনি অনাহারেও দিন কাটিয়েছেন। কখনো কখনো এত দীর্ঘ সময় অনাহারে থাকতেন যে, তাঁকে পেটে পাথর বা পটি বাঁধতে হতো। কিন্তু প্রত্যেক অবস্থাতেই তাঁর জীবন পরম কৃতজ্ঞতা ও অনাড়ম্বরতায় কেটেছে।

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) নিজের বাহন নিজেই হাঁকিয়ে নিয়ে যেতেন এবং ফজরের নামাযের পর এবং আসরের পর কিছুক্ষণ পায়েও হাঁটতেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর জীবন ছিল অত্যন্ত সাধারণ ও সাদাসিধে। তিনি কোনো কাজকেই অপমানজনক বা ছোটো মনে করতেন না। তিনি নিজের উটকে নিজে দানাপানি খাওয়াতেন, ঘরের কাজকর্ম করতেন, নিজের জুতো নিজে মেরামত করতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন, খাদেমকে পাশে বসিয়ে খাবার খাওয়াতেন এবং আটা পেষার সময় ভূত্য ক্লান্ত হয়ে পড়লে তাকে সাহায্য করতেন। বাজার থেকে গৃহস্থালির জিনিসপত্র বহন করে আনতে কখনো লজ্জা বোধ করতেন না। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার সাথে করমর্দন করতেন, সবাইকে আগে সালাম দিতেন। কেউ যদি সামান্য কয়েকটি খেজুরের দাওয়াতও দিত, তিনি তা তুচ্ছ মনে না করে সাদরে গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত

সহমর্মী, কোমল হৃদয় ও সহনশীল স্বভাবের। তাঁর চালচলন ও জীবনযাপন ছিল খুবই সাধারণ। তিনি হাসিমুখে ও প্রফুল্লতার সাথে সবার সাথে মিশতেন, তাঁর চেহারা সর্বদা মুচকি হাসি ফুটে থাকতো; তবে তিনি কখনোই অটুত হাসি হাসতেন না। আল্লাহর ভয়ে সর্বদা চিন্তিত থাকতেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে কঠোরতা বা কর্কশতার নামগন্ধও ছিল না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, তবে এই বিনয়ের মধ্যে কোনো দুর্বলতার ছোঁয়া ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, কৃপালু, দয়ালু ও মহানুভব। প্রত্যেক মুসলমানের সাথে তিনি অত্যন্ত দয়াদ্রি আচরণ করতেন। তিনি কখনো এত বেশি খাবার খেতেন না যাতে ঢেকুর তুলতে হয়। কখনো লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে হাত বাড়াতেন না; বরং তিনি ছিলেন পরম ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ এবং স্বল্পেতুষ্ট।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) উপহার গ্রহণ করতেন এবং নিজেও উপহার প্রদান করতেন। ছোটো থেকে ছোটো উপহার হলেও তিনি তা গ্রহণ করতেন এবং তার বিনিময়ে উপহার দিতেন। তিনি কখনো কোনো খাবারের দোষ ধরতেন না; পছন্দ হলে খেতেন, না হলে রেখে দিতেন। তিনি খসখসে পশমী কাপড় পরিধান করতেন এবং তালি দেওয়া জুতো ব্যবহার করতেন। তিনি সর্বদা সাধারণ খাবার খেতেন (যেমন যবের মোটা রুটি যা পানি ছাড়া গলাধঃকরণ অনেক কঠিন হতো) এবং সাদাসিধে পোশাক পরিধান করতেন। তিনি (সা.) একবার যবের বিনিময়ে নিজের বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। তিনি একবার এক টুকরো রুটির ওপর খেজুর রেখে বলেন, এটিই এর তরকারি এবং এভাবে খেজুর দিয়ে রুটি খেয়ে নেন। একবার তাঁর সামনে গরম খাবার পরিবেশন করা হলে তিনি (সা.) তা খেয়ে বলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! কতকাল ধরে গরম খাবার খাইনি। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন যখন আমরা কেবল খেজুর আর পানি দিয়েই ক্ষুধা নিবারণ করতাম।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যখন কিসরা তথা পারস্য সম্রাট পরাজিত হয় এবং মুসলমানদের হাতে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আসে, তখন সেই সম্পদের মধ্যে কয়েকটি বায়ুচালিত কলও ছিল, যেগুলোর সাহায্যে মিহি আটা পেষা হতো। যখন সেগুলোর সাহায্যে মিহি ময়দা তৈরি করা হয়, তখন হযরত উমর (রা.) নির্দেশ দেন, প্রথম আটা যেন হযরত আয়েশা (রা.)-র সেবায় উপস্থাপন করা হয়, যাতে সর্বপ্রথম তিনিই এই আটা দিয়ে তৈরি নরম নরম রুটি খেতে পারেন। অতঃপর তাঁর (রা.) নির্দেশানুযায়ী সেই আটা হযরত আয়েশা (রা.)-র সেবায় উপস্থাপন করা হয়। এরপর যখন মিহি ময়দার তৈরি গরম গরম এবং নরম নরম রুটি প্রস্তুত করে তাঁর সামনে আনা হয়, তখন তিনি (রা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে এক লোকমা মুখে দিতেই তাঁর চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে আরম্ভ করে। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর সেই অন্তিম অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়— যে অবস্থায় তিনি এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছেন। আল্লাহর কসম! মহানবী (সা.) কখনো এক দিনে দু'বেলা পেট ভরে রুটি ও মাংস খাননি।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উবাইদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, একবার মহানবী (সা.)-এর সামনে খাবার পরিবেশন করা হলে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহর নবী (সা.)! আপনি যদি হেলান দিয়ে খেতেন, তাহলে আপনার জন্য বেশি আরাম হতো। এতে তিনি নিজের কপাল মাটির দিকে এতবেশি ঝুঁকিয়ে দেন যে, তা প্রায় মাটি স্পর্শ করছিল এবং বলেন, আমি তো সেভাবেই খাবো যেভাবে একজন সাধারণ বান্দা খেয়ে

থাকে এবং সেভাবেই বসবো যেভাবে একজন সাধারণ বান্দা বসে থাকে; কারণ আমি আল্লাহ্‌র এক সাধারণ বান্দা মাত্র।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমরা মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবন অধ্যয়ন করো, যাতে জানতে পারো যে, তিনি কত উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন! পরম গাষ্ঠীর্থ এবং ব্যক্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও কোনো দুর্বল বৃদ্ধা নারীও যদি তাঁকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখতো, তাহলে তিনি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যতক্ষণ না সেই নারী তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিত। **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ إِنَّكَ حَيُّدٌ مُّجِيدٌ**

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হযুরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হযুরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ 'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, [www.mta.tv](http://www.mta.tv) এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট [www.ahmadiyyabangla.org](http://www.ahmadiyyabangla.org)-এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)